চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
www.ccc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ৬ জুন ২০২২

ইইউ প্রতিনিধি দলের সৌজন্য সাক্ষাতকালে মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরী

প্রযুক্তি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আহ্বান

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশ ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আন্তরিকভাবে একই চিন্তা চেতনা ও সাদৃশ্যের উপর নিজেদের দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। বিশ্বকে এগিয়ে নিতে হলে সমঝোতার বিকল্প নেই। বাংলাদেশ কোন দেশের নেতিবাচক উদ্দেশ্য সাধনে নিজেদের অন্তর্ভূক্ত করে না। বাংলাদেশ সকলের সাথে সুন্দর ও স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। তিনি বলেন, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বাংলাদেশের অন্যতম বাণিজ্যিক অংশীদার। এই অংশীদারীত্বের মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, বেসরকারী খাতে উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি মোকাবেলায় সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছে। আজ সোমবার সকালে সিটি মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরীর সাথে নগর ভবনের কনফারেন্স কক্ষে ইউরোপিউয়ান ইউনিয়নের প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাতকালে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়নে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের জিএসপি সুবিধা অব্যাহত রাখার মধ্য দিয়ে মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উন্নত দেশে উপনীত হতে সহযোগিতা করবে। মেয়র রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, ভবিষ্যতে শান্তিপূর্ণ ভাবে রোহিঙ্গা পুর্নবাসনে তাদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে বলে আশা করেন। তিনি বাংলাদেশের বিশাল এই জনগোষ্ঠিকে প্রযুক্তিগত জ্ঞানে সমৃদ্ধ করতে প্রতিনিধি দলের সহযোগিতা প্রত্যশা করেন।

মেয়র আরো বলেন, প্রাচ্যের রাণী খ্যাত পাহাড়, সাগর, নদী বেষ্টিত বন্দর নগরী চট্টগ্রাম অপূর্ব সুন্দর একটি শহর। নগরীর পর্যটন খাতে বিনিয়োগের আহ্বান জানান এবং এর সুফল পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি নগরীর সবুজয়ান, মৎস্য, স্বাস্থ্য, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও ডিজিটাল ট্রাফিক সিষ্টেম চালুর বিষয়ে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রতিনিধি দলের সহযোগিতার অনুরোধ জানান। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন চট্টগ্রাম নগর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি বাণিজিক হাব, এর সুযোগ-সুবিধা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানে অর্থনৈতিক জোন গড়ে উঠেছে বিধায় ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এখানকার অবকঠামো নির্মাণেও বিনিয়োগ করতে পারে। এছাড়াও এখানে আন্তর্জাতিক মানের একটি হাসপাতাল গড়ে তোলার ব্যাপারে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সহয়োগিতার আশা প্রকাশ করেন।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্টদুত ও প্রতিনিধিদলের প্রধান চালর্স হুইটলি বলেন, বাংলাদেশ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অন্যতম বন্ধু। একসাথে সমঝোতার মাধ্যমে কাজ করার জন্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সকল দেশের জন্য নিজেদের দ্বার উম্মুক্ত রেখেছে। বাংলাদেশ আমাদের অন্যতম বাণিজ্যক অংশিদার যা দেশের মোট বাণিজ্যের ২৪ শতাংশ। তিনি বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট হিসেবে রূপান্তরিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশকে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে নিজেদের সক্ষমতা আরো বাড়াতে হবে। যোগাযোগ ও পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন, রপ্তানি পন্যের বহুমুখী করণ ও সার্ভিস সেক্টরের বিভিন্ন সম্ভবনাকে কাজে লাগানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি চট্টগ্রাম নগরীর সৌন্দর্য্যের মুগ্ধতা প্রকাশ করে জানান এখানে সমুদ্র বন্দর অবস্থানের কারণে বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি পর্যটন শিল্প বিকাশেরও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এ বিষয়ে ইউনিয়ন সার্বিক সহযোগিতা করতে আগ্রহী। তিনি আরো বলেন, গত দশকে বাংলাদেশের উন্নয়ন লক্ষণীয়। উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রচুর সম্ভবনা রয়েছে। পোষাক শিল্প, মৎস্য, জনশক্তি রপ্তানি, শিল্পাঅঞ্চলসহ বহু সেক্টরের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নিবার্হী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলম। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কার্যক্রমের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সচিব খালেদ মাহমুদ। এ সময় আরো বক্তব্য রাখেন নেদারল্যান্ডের রাষ্টদুত অ্যান জেরার্ড ভ্যান লিউয়েন, সুইডেনের রাষ্টদুত মিস আলোকজান্দ্রা বার্গ ভনলিন্ডে, লিথুনিয়া রাষ্টদূত জুলিয়াস, প্রানেভিসিয়াস, ইতালি দুতাবাসে উপ-প্রধান মি. মাতিয়া ভেন্টুরা, সুইডেন দুতাবাসের প্রধান সচিব মি. আনা সোয়ান্তেসন,

নতুন দিল্লীস্থ ফিনল্যান্ডের কাউন্সিলর মি. কিমমো সিরা, বাংলাদেশস্থ ইউউ প্রশাসনিক প্রধান মি. আন্দ্রেয়াস হিউ বর্গার, সংযুক্ত কর্মকর্তা ফ্লোরিন বুজাতু মি. আনমারিয়া হারলিয়া, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উপদেষ্টা মি. তৌহিদ ফিরোজ, প্রোগ্রাম ম্যানেজার মিসেস লায়না বানু জেসমিন, জুঁই চাকমা, প্রটোকল অফিসার মিসেস তামান্না হাসান, চট্টগ্রাম সিটি
কর্পোরেশনের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা লুৎফুন নাহার, প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. সেলিম আকতার চৌধুরী, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, অতি.প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা হুমায়ন কবির চৌধুরী।

চসিকের ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত

অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশের কারণে কুমুদীনি অয়েল মিলসকে ৫০ হাজার বকেয়া ট্রেড লাইসেন্স ফিসহ সর্বমোট ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা আদায়

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ সোমবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলীর নেতৃত্বে অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে সরিষার তৈল উৎপাদন ও কর্মরত কর্মীদের হেলথ ফিটনেস সনদ না থাকার অপরাধে আইস ফ্যাক্টরী রোডস্থ কুমুদীনি অয়েল মিলসকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অপর এক অভিযানে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মনীষা মহাজনের নেতৃত্বে রাজস্ব সার্কেল-৩ এর আওতাধীন আন্দরকিল্লা, খলিফাপট্টি, বক্সিরহাট, টেরীবাজার মোড়ের কে.বি আমান আলী টাওয়ার ও আর্কেট প্লাজায় পরিচালিত অভিযানে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে বকেয়া ট্রেড লাইসেন্স ফি বাবদ ২৪ হাজার ৬ শত ২০ টাকা, আয়কর বাবদ ১২ হাজার ও ভ্যাট বাবদ ২ হাজার ১ শত টাকা আদায় করা হয়। এই সময় ট্রেড লাইসেন্স বিহীন ব্যবসা পরিচালনার দায়ে ৭ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ১৭ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। আদালত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের দায়েরকৃত মোকদ্দমায় ৪ ব্যক্তি থেকে ১৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটগণকে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩